গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-২
www.sylhetdiv.gov.bd

চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের মে ২০২৬ মাসের (০৩/২০২৬ তম সভা) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান কমিশনার
সভার তারিখ	২১ মে ২০২৬
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভায় আগত সকল সদস্য এবং জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির নির্দেশনা মোতাবেক অত্র কমিটির সদস্য-সচিব-এর পক্ষে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, কমিশনারের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০২। ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>আলোচ্য বিষয়:</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td>১২.০৩.২০২৬</td><td>৪৯</td><td>৪৭</td><td>৯৫.৯১%</td></tr>
</table></td><td>১২ মার্চ ২০২৬ মাসে গৃহীত ৪৯ টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৭ টি বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবশিষ্ট ০২ (দুই) টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ।</td></tr>
<tr><td>০১. উপজেলা ও ইউনিয়ন চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা:
১.১ সীমান্তবর্তী ৬৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ মাসে ৬৪ (চৌষট্টি)টি ইউনিয়নেই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী ১৯ টি উপজেলার মধ্যে মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ মাসে ১৯ (উনিশ) টি উপজেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১.২ সভাপতি সীমান্তবর্তী সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলায় চোরাচালান প্রতিরোধে পুলিশ বিভাগ, বিজিবি, কাস্টমস ও র‍্যাব এর সমন্বয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া সভাসমূহ যেন কার্যকরী হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সীমান্তবর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি জেলা প্রশাসকগণদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১.৩ ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এ দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য সীমান্তবর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি জেলা প্রশাসকগণদের নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>১.১ সীমান্তবর্তী সকল ইউনিয়ন ও উপজেলায় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

১.২ চোরাচালান প্রতিরোধে পুলিশ বিভাগ, বিজিবি, কাস্টমস ও র‍্যাব এর সমন্বয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভাসমূহ যেন কার্যকরী হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সীমান্তবর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১.৩ ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভায় কোন গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এ দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>০১.সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/শ্রীমঙ্গল।
০২. জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৩. কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট।
০৪. অধিনায়ক র‍্যাব-৯, সিলেট।
০৫. পুলিশ সুপার (সকল)।</td></tr>
</table>

২. জেলা টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সংক্রান্ত: ২.১ টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে সভায় সদস্য-সচিব সভাপতি মহোদয়কে জানান যে, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী মার্চ ২০২৬ মাসে অভিযান পরিচালনা করেননি। সভাপতি জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ-কে প্রমাপ অনুযায়ী টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ২.২ জেলা টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালানর ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০৯.১৬.৫০ নম্বর স্মারকে প্রেরিত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ২.৩ **মার্চ ২০২৬ মাসে ৫৮ (আটান্ন) টি অভিযান পরিচালনা করে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার মালামাল সহ ৩৩ (তেত্রিশ) জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৫ মাসে ৪৭ (সাতচল্লিশ) টি অভিযান পরিচালনা করে** ৫,৫২,২০০/-(**পাঁচ লক্ষ বাহান্ন হাজার দুইশত**) **টাকার মালামাল সহ** ১৪ (চৌদ্দ) জন **ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।** জেলা টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া আটককৃত ও জব্দকৃত মালামাল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ২.৪ টাস্কফোর্সের অভিযান ফলপ্রসূ করতে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। ২.৫ তাছাড়া সীমান্তবর্তী উপজেলায় টাস্কফোর্সের অভিযান সফলভাবে পরিচালনার জন্য সেখানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য সীমান্তবর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি জেলা প্রশাসকগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	২.১ জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ -কে নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২.২ নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী প্রতি মাসে আবশ্যিকভাবে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৩ জেলা টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অভিযানে আটককৃত ও জব্দকৃত মালামাল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২.৪ টাস্কফোর্সের অভিযান ফলপ্রসূ করার জন্য আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ২.৫ টাস্কফোর্সের অভিযান সফলভাবে পরিচালনার জন্য সেখানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য সীমান্তবর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ। ২. জেলা প্রশাসক, (সকল)। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ।

৩. রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান সংক্রান্ত: ৩.১ সভায় জানানো হয় যে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী মোট ০৬ (ছয়) টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ৩.২ বনবিভাগ কর্তৃক রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে **অভিযান পরিচালনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে** যোগাযোগ সাপেক্ষে অভিযান পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩.৩ স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, রেলওয়ে পুলিশসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। তাছাড়া র‍্যাব এবং আনসার ভিডিপির সাথে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৩.৪ রেলওয়ে পুলিশ দ্বারা প্রতি মাসে রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৩.১ রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে সমন্বিতভাবে নিয়মিত চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৩.২ বন বিভাগ কর্তৃক রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে **অভিযান পরিচালনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে** সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৩.৩ স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, রেলওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ভিডিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৩.৪ রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক প্রতি মাসে রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার। ২. রেলওয়ে পুলিশ সুপার, সিলেট। ৩. স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট। ৪. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট। ০৫. অতিরিক্ত পরিচালক, আনসার এন্ড ভিডিপি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। ০৬. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৪. চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত (সকল সংস্থার) অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনা: ৪.১ **মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ মাসে** চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান সংক্রান্ত (সকল সংস্থার) মালামালের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **সিলেট বিভাগে** মার্চ ২০২৬ **মাসে ৯৬৪৮ টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৩,০৮,৫৬,৫৩৬/-(তেত্রিশ কোটি আট লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত ছয়ত্রিশ) টাকার মালামাল এবং ২১৩ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।** সিলেট বিভাগে এপ্রিল ২০২৬ মাসে **১১১০১** টি অভিযান পরিচালনা করে **২৬,৩৭,০১,৯৪২/-(ছাব্বিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ এক হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ)** টাকার মালামালসহ এবং ১৯৩ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধ পরিচালিত অভিযানে অধিক পরিমাণে পণ্য উদ্ধার হওয়ায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৪.২ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যেন ভারতীয় গরু-মহিষ, শাড়ি, থ্রী-পিস, বাসমতি চাল, সুপারি, চিপস, চকলেট, মদ, গাঁজা, ফেন্সিডিল, মাদক, ইয়াবা, নাসির বিড়ি, চিনি, মটর ডাল, ভারতীয় জিরা, অবৈধ কাঠ ও নিম্নমানের প্রসাধনী সামগ্রী প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নজরদারি বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যাতে ভারতীয় পণ্য কোনভাবেই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪.৩ বিজিবি কর্তৃক আটককৃত/জব্দকৃত মালামাল কোর্ট থেকে নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে মালামাল অপসারণ/পরিবহনের জন্য সময়সীমার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিজিবি কর্তৃক আটককৃত/জব্দকৃত পণ্য কাস্টমস গুদামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিজিবি'র প্রাঙ্গনে রাখতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু বিজিবির প্রাঙ্গনেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সভায় বিস্তরিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বর্ণিত বিষয়ে বিজিবি কর্তৃক চোরাচালানের দায়ে আটককৃত পণ্যসমূহের নিলাম কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪.৪ চোরাচালান প্রবণতা যেন বৃদ্ধি না পায় সেজন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় চেকপোস্ট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণদের সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪.৫ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী উপজেলায় যেন চোরাচালান প্রবনতা বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর নজরদারি বৃদ্ধি করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	৪.১ চোরাচালান প্রতিরোধে সকল সংস্থা কর্তৃক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে যেন ভারতীয় পণ্য-সামগ্রী প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪.৩ বিজিবি কর্তৃক চোরাচালানের দায়ে আটককৃত পণ্যসমূহের নিলাম কার্যক্রম দ্রুততর করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যোগাযোগপূর্বক সমাধান করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। ২.পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট। ৩.সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/শ্রীমঙ্গল। ৪. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট। ৬. পুলিশ সুপার (সকল)। ৭. কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট। ৮. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট।

৪.৬ সভায় চোরাচালান অভিযানের সময় ভিডিও ক্লিপ ও স্থিরচিত্র ধারণের জন্য সভাপতি সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪.৭ সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, শ্রীমঙ্গল সভায় (অবহিত করেন যে) টাস্কফোর্স অভিযানে আটককৃত/জব্দকৃত (দ্রুত পচনশীল) পণ্য বিনষ্ট করা যায় সে বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট-কে যথাযথ সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪.৮ জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ সভায় অবহিত করেন যে, চুনারুঘাট উপজেলায় বেশ কয়েকটি রুটে গভীর রাতে গহীন জঙ্গালের মধ্যে সিলিকা বালু অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। এ বিষয়ে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু পাচারকারীদের আটক করা যাচ্ছে না। সভাপতি এ ধরণের গুরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনার সময় বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাব এবং প্রশাসনের সদস্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪.৯ সেনাসদস্য (জিএস ও-২ ইন্ট) সভায় চোরাচালান ও মাদকের অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সিলেট বিভাগে চোরাচালান প্রবণতা হ্রাস করার বিষয়ে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে একযোগে কাজ করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সেনা সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৪.১০ সীমান্তবর্তী এলাকা ছাড়াও সিলেট শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	৪.৪ চোরাচালান প্রবণতা যেন বৃদ্ধি না পায় সেজন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় চেকপোস্ট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ৪.৫ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী উপজেলায় সামনে রেখে যেন চোরাচালান প্রবণতা বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। ৪.৬ চোরাচালান অভিযানের প্রমাণক হিসেবে ভিডিও ক্লিপ ও স্থিরচিত্র ধারণের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.৭ টাস্কফোর্স অভিযানে আটককৃত/জব্দকৃত (দ্রুত পচনশীল) পণ্য বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪.৮ গুরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনার সময় বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাব এবং প্রশাসনের সদস্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৪.৯ চোরাচালান প্রবণতা হ্রাস করার বিষয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। ৪.১০ সীমান্তবর্তী এলাকা ছাড়াও সিলেট শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	

০৫. মাদক বিরোধী অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনা: ৫.১ মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ মাসের মাদক বিরোধী (সকল সংস্থার) অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **মার্চ ২০২৬ মাসে ৪৯০৩ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২,২৪,০৬,১১০/-(দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ ছয় হাজার একশত দশ) টাকার মালামাল এবং ২৯১ জনকে আটক করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৬ মাসে ৪৯৪০ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২,৫৩,৬৫,৭৫৫/-(দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) টাকার মালামাল এবং ২৯৫ জনকে আটক করা হয়েছে।** সভাপতি সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৫.২ **মাদকের অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ এবং** সংশ্লিষ্টদের **অবহিত করে অভিযান পরিচালনা করার জন্য** অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট-কে **সভাপতি** নির্দেশনা প্রদান করেন। এতে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ অভিযান পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৫.৩ অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট সভায় অবহিত করেন যে, সিলেট বিভাগে তাদের মাত্র দু'টি গাড়ি সচল রয়েছে। এতে **মাদকের বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযান পরিচালনার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এবং র‍্যাব-৯, সিলেট এর উইং কমান্ডার সভায় অবহিত করেন যে, অভিযান পরিচালনার বিষয়টি অবহিত করলে জেলা প্রশাসন এবং র‍্যাব-৯ এর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। সভায় মাদকের বিরুদ্ধে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করার পূর্বে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন এবং র‍্যাব-৯, সিলেট-কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।** ৫.৪ মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসকগণকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫.৫ **মাদক বিরোধী অভিযান এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময়** সাক্ষ্য নেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষ্য/ আলামত গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ৫.৬ **সিলেট জেলার** বিজ্ঞ সহকারী সরকারি কৌশুলী সভায় বলেন যে, **স্বাক্ষীর হাজিরা এবং স্বাক্ষীর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হলে মামলা পরিচালনা কার্যক্রম অধিক ফলপ্রসূ হবে।** ৫.৭ **মাদক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রতিপালনসহ** মাদকের বিরুদ্ধে সকল সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ৫.৮ মাদক চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের সহ সংশ্লিষ্ট মামলার স্বাক্ষীদের আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ৫.৯ মাদকের আগ্রাসন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসহ সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার জন্য সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া সভাপতি মাদকের কুফল সম্পর্কে ইমামগণ কর্তৃক সকল মসজিদে জুম্মার বয়ান ও খুতবায় আলোচনা করার জন্য পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট বিভাগ-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	৫.১ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৫.২ মাদকের অভিযান পরিচালনার পূর্বে জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করে সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৫.৩ মাদকের বিরুদ্ধে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করার পূর্বে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন এবং র‍্যাব-৯ সিলেট-কে অবহিত করতে হবে। ৫.৪ মাদক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসকগণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবেন। ৫.৫ মাদক মামলায় সাক্ষ্য নেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষ্য/আলামত গ্রহণ করতে হবে। ৫.৬ মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে স্বাক্ষীর হাজিরা এবং স্বাক্ষীর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ৫.৭ মাদকের মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রতিপালনসহ মাদকের বিরুদ্ধে সকল সংস্থাকে সমন্বিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫.৮ মাদক চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। ৫.৯ মাদকের আগ্রাসন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসহ সমগ্র জাতিকে রক্ষা করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। ২. পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট। ৩. সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/শ্রীমঙ্গল। ৪. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫. কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট। ৬.অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট। ৭.পুলিশ সুপার (সকল)। ৯. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট। ১০. পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট। ১১. বিজ্ঞ পিপি (সকল)। ১২. পরিচালক, ইসলামিক, ফাউন্ডেশন, সিলেট বিভাগ।

০৬ মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণী: ৬.১ সভায় মাদক সংক্রান্ত মামলার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, জেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য সকল সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে সিলেট বিভাগে **মার্চ ২০২৬ মাসে ১৯২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৯৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৬ মাসে ২১৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১১৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত ২০,৯৫৪ টি মামলা পেন্ডিং রয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৬ মাস পর্যন্ত ২১,০৫১টি মামলা পেন্ডিং রয়েছে।** ৬.২ মাদক সংক্রান্ত তদন্তনাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ৬.৩ **সিলেট জেলার** বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলী সভায় বলেন যে, মাদক ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে বলে সভায় অবহিত করেন। সভাপতি মাদক মামলাগুলো বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত পুর্বক আঞ্চলিক টাস্কফোর্স/জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করার বিষয়ে জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	৬.১ মাদক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬.২ মাদক সংক্রান্ত তদন্তনাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬.৩ মাদক ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং মাদক মামলাগুলো বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন আঞ্চলিক টাস্কফোর্স/জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট। ২. সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/শ্রীমঙ্গল। ৩. কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট। ৪. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট। ৬. পুলিশ সুপার (সকল)। ৭. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট। ৮. বিজ্ঞ পিপি (সকল)

০৭. চোরাচালান মামলা সংক্রান্ত: ৭.১ সভায় চোরাচালান সংক্রান্ত মামলার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। জেলা প্রশাসনসহ সকল সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে মার্চ ২০২৬ মাসে ১০৪ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৬৩ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৬ মাসে ১৬৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৮৭ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৭.২ সভাপতি চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭.৩ সভাপতি চোরাচালান সংক্রান্ত মামলার বিবরণ যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক সমন্বয় করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। চোরাচালান সংক্রান্ত পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭.৪ মামলায় ইস্যুকৃত প্রসেস দ্রুত জারি ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ৭.৫ বিজ্ঞ পিপি, সিলেট সভায় অবহিত করেন যে, স্বাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ইস্যুকৃত সমন/ওয়ারেন্টের কার্যকর তামিল এবং যথাসময়ে আদালতে সাক্ষী হাজিরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর হবে মর্মে সভায় মত পোষণ করেন। সভাপতি বিজ্ঞ পিপি মহোদয়ের মতামতের ভিত্তিতে চোরাচালান সংক্রান্ত পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭.৬ বিজ্ঞ এপিপি, সুনামগঞ্জ জুম প্ল্যাটফর্মে সভায় অবহিত করেন যে, সুনামগঞ্জ জেলার চোরাচালান মামলার সাক্ষী রেজিস্টার/কেস ডকেট সংক্রান্ত তথ্য সঠিক কি-না যাচাই করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি বিজ্ঞ এপিপি মহোদয়ের মতামতের ভিত্তিতে চোরাচালান সংক্রান্ত কেস ডকেট সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী সঠিক কি-না সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭.৭ চোরাচালান মামলায় আসামী খালাসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ শনাক্তপূর্বক সাজা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	৭.১ চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭.২ চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসকগণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৭.৩ চোরাচালান সংক্রান্ত মামলার বিবরণ যথাযথভাবে যাচাই সংক্রান্ত সমন্বয় করতে হবে। ৭.৪ মামলায় ইস্যুকৃত প্রসেস দ্রুত জারি ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৭.৫ আদালতে সাক্ষীদের হাজিরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭.৬ চোরাচালান সংক্রান্ত কেস ডকেট সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী সঠিক কি-না সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৭.৭ চোরাচালান মামলায় আসামী খালাসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ শনাক্তপূর্বক সাজা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ২. অতিরিক্ত কমিশনার ও সদস্য সচিব, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট। ৩. পুলিশ সুপার (সকল)। ৪. বিজ্ঞ পিপি (সকল)।
০৮. নৌ পুলিশ, সিলেট অঞ্চল হতে প্রাপ্ত চোরাচালান ও মাদক উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্য: **৮.১** নৌ পুলিশ, সিলেট অঞ্চল-এর চোরাচালান ও মাদকের অভিযান সংক্রান্ত মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় কোন অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। নৌ পুলিশ, সিলেট-কে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ৮.২ সকল ধরনের নৌ-যানের হিসাব নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নৌ-পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	৮.১ প্রতিমাসে জেলাওয়ারী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। ৮.২ সকল ধরনের নৌ-যানের হিসাব নিশ্চিত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ । ২. পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, সিলেট।

০৯. জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল ও ইউরিয়া সারের পাচার রোধ সংক্রান্ত: ৯.১ সভায় জানানো হয় যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জ্বালানি, ভোজ্য তেল পাচার রোধে অভিযান অব্যাহত আছে। তবে ইউরিয়া সারের পাচার রোধের বিষয়ে সভাপতি সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ৯.২ জেলা থেকে নির্ধারিত ছকে পেট্রোল পাম্পসমূহের তেলের উত্তোলন, বিক্রয় এবং মজুদের হিসাব প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ৯.৩ জ্বালানি তেল পাচাররোধে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টিম গঠন করে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ৯.৪ তাছাড়া বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট বিবেচনায় জ্বালানি তেলের ডিপোতে ভিজিলেন্স টিম প্রতিদিন মজুদ ও বিতরণ তদারকি করার জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে নিদেশনা প্রদান করেন। ৯.৫ অবৈধভাবে অতিরিক্ত জ্বালানি তেল মজুদকারী এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয়কারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	৯.১ জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, সার পাচার/ চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। ৯.২ জেলা থেকে নির্ধারিত ছকে পেট্রোল পাম্পসমূহের তেলের উত্তোলন, বিক্রয় এবং মজুদের হিসাব প্রতি মাসে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৯.৩ জ্বালানি তেল পাচাররোধে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টিম গঠন করে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৯.৪ জ্বালানি তেলের ডিপোতে ভিজিলেন্স টিম প্রতিদিন মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। ৯.৫ অবৈধভাবে অতিরিক্ত জ্বালানি তেল মজুদকারী এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয়কারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/শ্রীমঙ্গল। ২. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৩. কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট। ৪. পুলিশ সুপার (সকল)।
১০. অবৈধ করাত কল উচ্ছেদ সংক্রান্ত: ১০.১ **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে হবিগঞ্জ জেলাধীন অবৈধভাবে স্থাপিত/পরিচালিত ০২ (দুই) টি, মৌলভীবাজার জেলাধীন অবৈধভাবে স্থাপিত/পরিচালিত ০১ (এক) টিসহ মোট ০৩ (তিন) টি করাত-কল উচ্ছেদ/বন্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া অবৈধভাবে স্থাপিত/পরিচালিত করাতকলসমূহ উচ্ছেদ, সীলগালা এবং বন্ধকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।** এছাড়া সভায় করাত কলের লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া ও অবৈধ করাত কল উচ্ছেদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১০.২ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সিলেট সভাকে অবহিত করেন যে, অবৈধ করাত-কলগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করাসহ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০.৩ অবৈধ করাত কল বন্ধকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ১০.৪ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অবৈধ করাত কল বন্ধ করার পূর্বে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সভাপতি সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ১০.৫ তাছাড়া সভাপতি মন্ত্রণালয় হতে গঠিত করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নিয়মিত সভা আয়োজন করার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১০.১ অবৈধ করাতকল**সমূহ উচ্ছেদ, সিলগালা এবং বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।** ১০.২ অবৈধ করাত-কলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ১০.৩ অবৈধ করাত কল বন্ধকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ১০.৪ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অবৈধ করাত কল বন্ধ করার পূর্বে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে। ১০.৫ করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে।	১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাবিউবো/ মহাব্যবস্থাপক, আরইবি। ২. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৩. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট। ৪. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট।

১১. জালনোট প্রস্তুত ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত: ১১.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এবং স্থানীয় সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর সহযোগিতায় প্রতি মাসে সিলেট বিভাগের একটি উপজেলা বাছাইপূর্বক **"জালনোট প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ওয়ার্কশপ"** আয়োজন করা হচ্ছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট-এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ১১.২ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-কে সামনে রেখে জালনোট প্রস্তুতকারীরা যেন সক্রিয় হতে না পারে সে বিষয়ে সভাপতি গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ১১.৩ জালনোট সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখসহ প্রতিমাসে ধৃত জালনোটের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় জালনোট সনাক্তকরণ ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ১১.৪ জালনোট সহজে শনাক্ত করণের জন্য ব্যাপকভাবে লিফলেট বিতরণ করতে সভাপতি সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ১১.৫ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে যেন জালনোটের ছড়াছড়ি না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ১১.৬ জালনোট সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি জালনোট সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ১১.৭ সিলেট বিভাগের প্রতি জেলা/উপজেলায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহার আগে স্থায়ী/অস্থায়ী পশুর হাটে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অস্থায়ী বুথ স্থাপন করা হয় এবং প্রতিটি বুথে জালনোট সনাক্তকারী মেশিন রাখা হয় মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট-এর প্রতিনিধি সভাপতিকে সভায় অবহিত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে তৎপর থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১১.১ জালনোট প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ওয়ার্কশপ আয়োজনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ১১.২ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-কে সামনে রেখে জালনোট প্রস্তুতকারীরা যেন সক্রিয় হতে না পারে সে বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। ১১.৩ সিলেট বিভাগে জালনোট সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখসহ প্রতিমাসে ধৃত জালনোটের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের প্রেরণ করতে হবে। ১১.৪ জালনোট শনাক্ত করণের জন্য ব্যাপকভাবে লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ১১.৫ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আযহা-কে সামনে রেখে যেন জালনোটের ছড়াছড়ি না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় থাকতে হবে। ১১.৬ জালনোট সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১.৭ স্থায়ী/অস্থায়ী পশুর হাটে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অস্থায়ী বুথ স্থাপনসহ জালনোট সনাক্তকারী মেশিন রাখতে হবে।	১. উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। ২. পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট। ৩. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট। ৪. পুলিশ সুপার (সকল)। ৫. অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট। ৬. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট।

৪। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি চোরাচালান মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার প্রত্যাশা জানিয়ে সভায় আগত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংযুক্তিঃ

(১) চোরাচালান হাজিরা

০৪-০৬-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
কমিশনার
ফোন : ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল : divcomsylhet@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০০.০০৮.০৬.০০০১.২৬.২৩০

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ০৪ জুন ২০২৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, জাতীয় রাজস্ব রোর্ড।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব রোর্ড।
৫। মহাপরিচালক (বিজিবি), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
৬। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি, উত্তর-পূর্ব রিজিয়ন, রিজওনাল হেডকোয়ার্টার, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৮। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল চট্টগ্রাম)।
৯। জিওসি (এরিয়া কমান্ডার), ১৭ পদাতিক ডিভিশন, এরিয়া সদর দপ্তর, সিলেট সেনানিবাস।
১০। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।
১১। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
১২। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন, সিলেট।
১৩। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট।
১৪। কর কমিশনার, কর অঞ্চল, সিলেট।
১৫। সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট।
১৬। সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১৭। উপমহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।
১৮। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
১৯। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
২০। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
২১। জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।
২২। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
২৩। পুলিশ সুপার, সিলেট।
২৪। পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ।
২৫। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ।
২৬। পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার।
২৭। পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, সিলেট।
২৮। পুলিশ সুপার, রেলওয়ে পুলিশ, সিলেট।
২৯। অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট।
৩০। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট।
৩১। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট।
৩২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, সিলেট।
৩৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ।
৩৪। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট বিভাগ।
৩৫। সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট।
৩৬। সভাপতি, চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলেট।
৩৭। ডিভিশনাল কমার্শিয়াল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
৩৮। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
৩৯। স্টেশন ম্যানেজার, রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট।
৪০। সুপারিনটেনডেন্ট, রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
৪১। বিভাগীয় বানিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
৪২। বিজ্ঞ পিপি, চোরাচালান রোধ সম্পর্কিত আদালত, মৌলভীবাজার।
৪৩। বিজ্ঞ বিশেষ পিপি, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-৫, সিলেট।
৪৪। বিজ্ঞ পিপি, চোরাচালান রোধ সম্পর্কিত আদালত, সুনামগঞ্জ।
৪৫। বিজ্ঞ পিপি, চোরাচালান রোধ সম্পর্কিত আদালত, হবিগঞ্জ।
৪৬। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (কার্যবিবরণী ওয়েব পোর্টালে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।

০৪-০৬-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
কমিশনার